ভোরের কাগজ

তারিখ ... 27 JAN 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৫ ...

তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণীর বাধা প্রত্যাহার করুন

৫১৯ নম্বর প্রাপ্ত ১ জন দ্বিতীয় বিভাগ/ শ্রেণীধারী ছাত্র এবং ৬০০ নম্বর প্রাপ্ত ১ জন প্রথম বিভাগ/ শ্রেণীধারী পরীক্ষার্থীর মধ্যে বাহ্যত মেধা পার্থক্য ১ নম্বর। অনুরূপভাবে ৪৪৯ নম্বর প্রাপ্ত ১ জন তৃতীয় বিভাগ/ শ্রেণীধারী ছাত্র এবং ৪৫০ নম্বর প্রাপ্ত ১ জন দ্বিতীয় বিভাগ/ শ্রেণীধারী ছাত্রের মধ্যে মেধা পার্থক্যও ১ নম্বর। উক্ত ১ নম্বর কম/ বেশী হওয়ার কারণে বিভাগ/ শ্রেণী পার্থক্য ঘটে যায়। কোনো পরীক্ষকের নিকট উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য এমন কোনো বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ব্যবহারের ব্যবস্থা নেই যাতে করে শতকরা ১০০ ভাগ নির্ভুল এবং সঠিকভাবে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করে পরীক্ষার্থীর মেধার প্রকৃত মূল্যায়ন করা সম্ভব। অনেকটা ইচ্ছার সরলতা এবং অনুমানের ওপর ভিত্তি করেই পরীক্ষকগণ উত্তরপত্র মূল্যায়ন করে থাকেন। একই মেধার দুইজন পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র একই সময়ে পরীক্ষণ সত্ত্বেও দুজনের প্রাপ্ত নম্বরের মধ্যে ২/৫ নম্বর কমবেশি হয়ে যেতে পারে। এমতাবস্থায় ১ নম্বর বেশি পেয়ে প্রথম বিভাগ/দ্বিতীয় বিভাগ প্রাপ্ত ছাত্রকে বেশি মেধাবী না বলে ভাগ্যবান বলা যেতে পারে এবং ১ নম্বর কম পেয়ে প্রথম বিভাগ/ দ্বিতীয় বিভাগ থেকে বঞ্চিত হওয়াটাকে দুর্ভাগ্যজনক বলাইসঙ্গত। তাই প্রাপ্ত বিভাগের উপর ভিত্তি করে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যাচাই ও মূল্যায়ন না করে প্রাপ্ত নম্বর এবং পয়েন্টের ভিত্তিতে মেধা যাচাইয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত এবং বৈজ্ঞানিক।

পাবলিক পরীক্ষার যেকোনো ১টিতে তৃতীয় শ্রেণী থাকলে কোনো বে-সরকারি স্কুল-কলেজে নিয়োগের জন্য আবেদন করতে পারবে না বলে যে ধারণা জন্মেছে তা আদৌ ঠিক নয়। বিগত সরকারের আমলে শিক্ষক নেতৃবৃন্দ এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যে এমওইউ স্বাক্ষরিত হয়েছে তাতে পাবলিক পরীক্ষার যেকোনো একটিতে তৃতীয় শ্রেণী প্রাপ্তদেরকে নিয়োগ না দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। কোনো সামর্থবান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৃতীয় শ্রেণীপ্রাপ্ত প্রতিযোগীদেরকে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ দান করলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়। শিক্ষা অধিদপ্তরের এমপিওভুক্তি ছাড়াও নিয়োগকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেকোনো শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ দান করতে পারেন। একজন ছাত্র চারটি দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণী পেয়েছে এবং তার প্রাপ্ত নম্বর ১ হাজার ৭০০ অপর একজন ছাত্র ২টি প্রথম শ্রেণী, ১টি দ্বিতীয় শ্রেণী এবং ১টি তৃতীয় শ্রেণী মোট নম্বর পেয়েছে ২ হাজার ১০০। প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে বিচার করলে দ্বিতীয় ছাত্রটি অধিকতর মেধাবী বলে বিবেচিত হওয়ার কথা।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় সমীপে বিশেষ অনুরোধ পরীক্ষার্থীদের মেধা যাচাই করার ক্ষেত্রে বিভাগ/শ্রেণীকে একমাত্র ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ না করে প্রাপ্ত নম্বর এবং পয়েন্ট এর ভিত্তিতে তা নিরূপণ করার সিদ্ধান্ত নিন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশের সকল শিক্ষার দিক-নির্দেশনা দান করেন। হাজার হাজার শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সুচিন্তিত সঠিক সিদ্ধান্ত প্রত্যাশা করে। হতাশাগ্রস্ত বেকার ডিগ্রীধারী ছাত্রছাত্রীদের বৃহত্তর স্বার্থে এ ব্যাপারে আর বিলম্ব মোটেই কাম্য নয়। প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতেই বিভাগ/শ্রেণী নির্ধারিত হয়। তাই প্রাপ্ত নম্বর এবং পয়েন্টের ভিত্তিতেই একজন ছাত্রের মেধা যাচাই ও মূল্যায়ন করা যুক্তিসঙ্গত এবং বৈজ্ঞানিক। বিষয়টির প্রতি সু-বিচার করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণীর বাধা প্রত্যাহার করে অনতিবিলম্বে একটি সার্কুলার জারি করা হলে হতাশাগ্রস্ত ডিগ্রীধারীগণ উপকৃত হবেন এবং চিরকৃতজ্ঞ থাকবেন।

মোঃ আরিফ সাদেক
ইংরেজী বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।